মেখলিগঞ্জে বর্ডার টুরিজম সার্কিটে খুলতে পারে নয়া দিগন্ত

পর্যটনের সম্প্রসারণে নতুন পরিকল্পনা চাইছেন বাসিন্দারা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জ। জেলার ১২টি ব্লকের মধ্যে দুটি ব্লক হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জে এমন বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যার টানে বারবার পর্যটকরা এখানে ছুটে আসেন। তাই দুই ব্লকের দর্শনীয় স্থানগুলিকে এক সুতোয় গেঁথে টুরিজম সার্কিট গড়ে তুললে পর্যটকরা আরও বেশি সংখ্যায় এখানে আসবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধানের কথায়, ‘প্রচুর মানুষ হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মাজার, প্রায় ৪০০ বছর পুরানো কালীবাড়িতে ভিড় জমান। অনেকে মেখলিগঞ্জেও আসেন। সম্ভাবনা বুঝে এখানে আরও বেশি সংখ্যায় পর্যটকদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।’ চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচনের জন্য কিছু বিষয়ের অনুমোদনে সমস্যা হচ্ছে। পর্যটন নিয়ে পরিকল্পনা আছে। শীঘ্রই পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করা হবে।’

মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রধান আকর্ষণ মদনমোহনবাড়ি মন্দির, ঐতিহ্যবাহী পদ্ম পুকুর, তিনবিঘা করিডর প্রভৃতি। অন্যদিকে, হলদিবাড়ির অন্যতম আকর্ষণ হিসবে রয়েছে হুজুর সাহেবের মাজার, নবনির্মিত জয়ী সেতু। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ ওই দুই এলাকায় ভিড় জমান। তার ওপর জয়ী সেতুর উদ্বোধনের পর থেকেই হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এতদিন তিস্তা নদীর কারণে দুই ব্লকের বাসিন্দাদের প্রায় ৭৫ কিমি ঘুরপথে জলপাইগুড়ি হয়ে সড়কপথে যাতায়াত করতে হত। জরুরি প্রয়োজনে অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করে যাতায়াত করতেন। ১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীর ওপর নির্মিত জয়ী সেতুর উদ্বোধন করার পর থেকেই এই সেতুকে কেন্দ্র করে মানুষের কৌতূহল বাড়তে থাকে। মহকুমা ও পার্শ্ববতী এলাকার কয়েক হাজার মানুষ সেতু দেখতে এলাকায় আসছেন। ভ্যালেন্টাইন্স ডে ও সরস্বতীপুজোতে হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা কুণাল নন্দীর কথায়, ‘মেখলিগঞ্জে রাজ আমলের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এই নিদর্শনগুলিকে হেরিটেজ ঘোষণা করে হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জকে ঘিরে বর্ডার টুরিজম সার্কিট গড়ে তুললে একদিকে যেমন পর্যটকরা আকৃষ্ট হবেন, অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও মেখলিগঞ্জ মজবুত হবে।’ একই কথা জানিয়েছেন বাসিন্দা সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

গত বছর ৩ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের একটি বৈঠক হয়। কোচবিহারের জেলা পর্যটন ওসি পূর্বা শেরপা, অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজার্ভেশন অ্যান্ড টুরিজম-এর প্রতিনিধি রাজ বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সীমান্ত এলাকাগুলিতে পর্যটন নিয়ে আলোচনা হয়। সাবেক ছিটমহল এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের জন্য সাফারি, তিনবিঘা করিডরের সৌন্দর্যায়ন, স্থানীয় খাবার ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা চলে।

মেখলিগঞ্জ মদনমোহনবাড়ি, মেখলিগঞ্জ পদ্ম পুকুর, হুজুর সাহেবের মাজার হলদিবাড়ি।

সীমান্তে সম্ভাবনা

- মেখলিগঞ্জের প্রধান আকর্ষণ মদনমোহনবাড়ি মন্দির, ঐতিহ্যবাহী পদ্ম পুকুর, তিনবিঘা করিডর
- হলদিবাড়ির অন্যতম আকর্ষণ হুজুর সাহেবের মাজার, জয়ী সেতু
- ভ্যালেন্টাইন্স ডে ও সরস্বতীপুজোতে হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জে রেকর্ড ভিড়
- দর্শনীয় স্থানগুলিকে এক সুতোয় গেঁথে টুরিজম সার্কিট গড়ে তোলার দাবি

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকারের সঙ্গে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সোমবার কলকাতায়।

জাভড়েকারের সভায় একঝাঁক টলি তারকা

ফালকের মতো সত্যজিতের নামে পুরস্কার কেন্দ্রের

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : টলিউডে দল বদলের হাওয়াকে আরও জোরালো করে একঝাঁক তারকা যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকারের এক অনুষ্ঠানে। সেখানে মন্ত্রী ঘোষণা করেন, দাদাসাহেব ফালকের ঢংয়ে সত্যজিৎ রায়ের নামে এক পুরস্কার দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

নিউ আলিপুর চত্বরে একটি বিলাসবহুল হোটেলে এই তারকাখচিত সান্ধ্য বৈঠক চলে দীর্ঘক্ষণ। জাভড়েকারের এই বৈঠকের উদ্দেশ্যটা কী, তা অবশ্য পরিষ্কার জানা যায়নি। তবে এনএফডিসি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মমতা শংকর ও রাশিদ খান। সঙ্গে ছিলেন অরিন্দম শীল, আবির চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, তনুশ্রী চক্রবর্তীরা।

তৃণমূলের হয়ে একদা ভোটে দাঁড়ানো প্রবীণ অভিনেতা বিশ্বজিতের গলাতেও এদিন শোনা গেল ‘দমবন্ধ’ হয়ে আসার গন্ধ। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে যা হাল, সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে কেন্দ্রীয় সরকার এবার উদ্যোগী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। সেখানে প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি, নিসপাল সিং রানে (কোয়েল মল্লিকের স্বামী), প্রিয়া সিনেমা হলের কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত হাজির ছিলেন।

সভায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র দাবি, অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি অরাজনৈতিক। আগামীদিনে বাংলা চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কী কী প্রয়োজন, তা নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

এখন অবশ্য ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে যাচ্ছে টলি তারকাদের মতিগতি। সেজন্যই এদিনের সভা নিয়ে ওঠেছে নানা প্রশ্ন।

ক’দিন আগেও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ও হিরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দিদির কাছের মানুষ। এখন তাঁরা ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলে। তনুশ্রী চক্রবর্তীকেও ক’দিন আগেও দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের মঞ্চে। তাঁরও মতিগতিতে দোলা লেগেছে। সোমবার সকালেও তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অভিনেতা-পরিচালক অরিন্দম বলেছিলেন, ‘বিজেপি কেন, আমি কিছুতেই কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেব না।’

বেলা কিছুটা গড়াতেই অরিন্দমকে দেখা গেল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া শঙ্কুদেব পন্ডার ‘চায়ে পে চর্চায়।’ তাঁর সঙ্গে নাকি পদ্ম-যোগ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। আবারও এই নিয়ে হইচই হতেই অরিন্দম বললেন, ‘এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।’ আর শঙ্কুদেব বললেন, ‘কোনওকিছুই অরাজনৈতিক নয়।’

নেতা ও অভিনেতার লক্ষ্মণরেখা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ফলে টলিপাড়ার লব-কুশদের নিয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে ধন্দ।

টলি-টেলি জগতের অনেকেই গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল অঙ্কুশকে নিয়েও। সেই প্রশ্ন উড়িয়ে অঙ্কুশ বলেছেন, ‘করোনা সংক্রমণের জন্য লকডাউনে অসহায় মানুষজন ও আমপান ঝড়ে আর্তদের সাহায্য করতে ত্রাণ নিয়ে পথে নেমেছি। ভবিষ্যতেও নামব। কারণ আমি মানুষের সেবা করতে চাই। কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।’

তৃণমূল শিবিরে বান্ধবী নুসরত থেকে গেলেও গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন যশ দাশগুপ্ত। নুসরত টুইট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যকে আক্রমণ করেন। পরে দেখা যায়, তাঁর টুইটেই গণ্ডগোল রয়েছে।

এর পাশাপাশি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সরস্বতীপুজোর দিন বিজেপি সংগঠক অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় যাওয়ায় নতুন করে প্রসেনজিতের পদ্মযোগ নিয়ে আলোচনা সামনে আসে। তবে প্রসেনজিৎ নিজের লেখায় স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ‘আমি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি না, এমনকি রাজনীতিতেও না।’

তবে জাভড়েকারের সভায় প্রসেনজিতের বাবা বিশ্বজিৎ সহ এত তারকার উপস্থিতি আবার নতুন করে অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশ্ন, কারা পদ্ম গন্ধ শোঁকার অপেক্ষায়।

সংক্রামিত ৪

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও ৪ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয় সামনে আসে। তবে করোনা সংক্রামিত কারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কোচবিহারের আরও ১, জলপাইগুড়ির ১, শিলিগুড়ি পুরনিগম তথা দার্জিলিং জেলার ১ এবং মালদার ১ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন।

পুলিশ সপ্তাহের সূচনা

কিশনগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে কিশনগঞ্জ জেলায় পুলিশ সপ্তাহ শুরু হল। ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলার সবক’টি থানা ও ফাঁড়িতে বিহার পুলিশ সপ্তাহ উদযাপিত হবে বলে পুলিশ সুপার কুমার আশিস জানান। তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে পুলিশকে বিশ্বাস করে ও পুলিশের সকল কাজের সহায়ক হয়, এটাই পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের উদ্দেশ্যে।’

এদিন পুলিশ সুপার পুলিশলাইনে পতাকা উত্তোলন করে পুলিশ সপ্তাহের সূচনা করেন। এরপর প্রভাতফেরি করা হয়। একসপ্তাহ বিভিন্ন থানায় জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ধরা পড়লেন প্রসেনজিৎ

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় শাসকদল ব্যাকফুটে যেতে হবে বলে রিপোর্ট যায় নবান্নে।

সোমবার গ্রেপ্তার হন প্রসেনজিৎ। পুলিশ সূত্রে খবর, অসম সীমান্তে ভিনরাজ্যের পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তৃণমূলের এই বহিষ্কৃত দাপুটে নেতা। ভিনরাজ্যে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর শিলিগুড়ি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরেই শিলিগুড়ি পুলিশের একটি দল অসম সীমান্তে গিয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি নিয়ে আসা হবে।

অভিষেকের স্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

‘জানা আছে, কত হিম্মত ওঁর। সব বাড়ি ঢুকে যাবে। এসব বলে উনি কাকে চমকাচ্ছেন? সাধারণ মানুষ জেনে গিয়েছে ওঁর আসল চরিত্র। সেজন্য বলছেন, আমি আপনার বাড়ির মেয়ে। এরপর বলবেন আমি আপনার বাড়ির ঝি। আমাকে ভোট দিন।’

আবহাওয়া

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি. সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩১.০	১৮.০
শিলিগুড়ি	৩২.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	১৩.০
কোচবিহার	৩২.০	১৩.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	১৩.০
মালদা	৩১.০	১৩.০
রায়গঞ্জ	৩১.০	১৪.০
গ্যাংটক	২১.০	৮.০

খেত নষ্টের প্রতিবাদ, কৃষককে মারধর

মেখলিগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : ফসলের খেত নষ্ট করার প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে এক কৃষককে মারধরের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় মেখলিগঞ্জ বাজারে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জখম ওই কৃষকের নাম সত্যেন বর্মন। তিনি মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৬ খরখরিয়ার বাসিন্দা। তাঁর আঘাত গুরুতর। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সত্যেন বর্মন বলেন, ‘রবিবার রাতে কয়েকজন বাংলাদেশি ও মেখলিগঞ্জ হাটের কিছু লোক আমার তামাকখেত মাড়িয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচার করছিল। এর ফলে আমার আধবিঘা খেত নষ্ট হয়। তারা বলে, ‘আমাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২ হাজার টাকা দেবে। সোমবার সন্ধে নাগাদ আমি মেখলিগঞ্জ হাটে এসে তাদের একজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। ফোনে গালিগালাজ করে। এরপর প্রায় ১৫ জন লোক মেখলিগঞ্জ ধাপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আমাকে মারধর করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি পালানোর সময় ওরা আমাকে তাড়া করতে থাকে। মেখলিগঞ্জ পুরসভা ভবন সংলগ্ন এলাকায় একটি সাইকেলের দোকানে পাথর দিয়ে আমার মাথায়, চোখে, পিঠে, হাতে ও পায়ে আঘাত করা হয়। আমি বিজেপি করি তাই এই অবস্থা।’ স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ ইসলাম বলেন, ‘আমরা ওঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি।’ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিবাজি ভট্টাচার্য বলেন, ‘সত্যেনবাবুর তিনটি সেলাই পড়েছে। ওনাকে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।’ মেখলিগঞ্জ থানার তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে সত্যেন বর্মন।

ফুল বদলের ডাক

প্রথম পাতার পর

মোদি যেখানে ভাষণ দিয়েছেন, সেখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে চুঁচুড়ায় গঙ্গার পাড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি। সেই ভবনের দুর্দশা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই জায়গায় বন্দেমাতরম লেখা হয়েছিল। সেই ভবন আজ অবহেলিত।’ হুগলির মনীষীদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই মনীষীরা এই রাজ্যে অবহেলিত।’ বাংলায় ভাষণ শুরু করে বাবা তারকনাথ ও মাহেশের জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এই রাজ্য সরকার রক্ষা করছে না। দুর্গাপুজোয় বাধা দেওয়া হয়। বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় এলে প্রতিটি মানুষ নির্ভয়ে নিজের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে।’ হুগলি শিল্পাঞ্চল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলতে শুরু করার সময় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সভায় হইচই থেমে যায় তখন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই শিল্পাঞ্চল একসময় বাংলার গর্ব ছিল। এখানকার জলপথ ও রেলপথ পরিকাঠামো যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এই সরকার এই পরিকাঠামো ব্যবহার করেনি। পরিকাঠামো উন্নয়নেও কিছু করেনি।’

হুগলি শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানা খোলা নিয়ে অবশ্য মোদির ভাষণে কোনও উল্লেখ ছিল না। এমনকি যেখানে এদিন মোদি সভা করেছেন, সেই ডানলপ কারখানার ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনও উল্লেখ না থাকায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। তিনি শুধু কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন ভাষণের ছত্রে ছত্রে। তিনি বলেন, ‘পানীয় জলপ্রকল্প রূপায়ণে এই রাজ্য ব্যর্থ। এই প্রকল্পে রাজ্যকে ১৭০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ১১০০ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি। রাজ্যের বিরূপ মনোভাবের জন্যই আয়ুষ্মান ভারত বা কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প চালু হয়নি।’ দু’দিন আগে ‘বাংলা নিজের মেয়েকে চায়’ স্লোগান নিয়ে ভোটে নামার ঘোষণা করেছে তৃণমূল। এই স্লোগানকে কার্যত কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলার মেয়েদের যারা পানীয় জল, উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করছে, বাংলার মেয়েরা কি তাদের ক্ষমা করবেন? বাংলায় পদ্মফুল এলেই আসল উন্নয়ন সম্ভব।’

বলছেন গৌতম

প্রথম পাতার পর

এমন পরিস্থিতিতে ভোট ঘোষণার আগেই গৌতমবাবু ময়দানে নেমেছেন। তাঁর বিধাসভা কেন্দ্রে জমির পাট্টা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। পাশাপাশি, পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যাও বেশ বড় ইস্যু। সামাজিক প্রকল্প নিয়ে একাধিক দাবিদাওয়া রয়েছে। গত পাঁচ বছরে এই বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ গৌতমবাবুকে সেভাবে কাছে পাননি। এ নিয়ে মানুষের ক্ষোভ আঁচ করতে দুঁদে রাজনীতিকের তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। তাই তিনি বলেন, ‘মাথায় মানুষের হাত থাকাটাই শেষ কথা। পাশে থাকলে মানুষের জন্য কাজ করতে পারব। বয়স্কদের মাথায় হাত রাখতে বলেছি। সকলেই মাথায় হাত রেখেছেন। চাওয়াপাওয়া নিয়ে কারও কারও ক্ষোভ আছে ঠিকই। এবারের ভোটে জিতে সবকিছু মেটানোর চেষ্টা করব।’ এবারের ভোটই জীবনের শেষ বলে জানিয়ে গৌতম বলেন, ‘এরপর রাজনীতিতে না থাকলে সমাজসেবার কাজ করে যাব।’

অন্যদিকে দল ছেড়ে রূপমের বক্তব্য, ‘মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে তা রক্ষা করেনি। বামেরা যে সিন্ডিকেট চালাত, এখন তৃণমূল সেই সিন্ডিকেট চালায়। তৃণমূল নেতা-কর্মীরা সর্বত্র দাদাগিরি করছেন। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, বেকারত্ব বাড়ছে। পার্শ্বশিক্ষকরা ও কলেজের অশিক্ষক কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। এমন অজস্র সমস্যা থাকায় আমরা বুক চিতিয়ে কথা বলতে পারছি না । তাই দলত্যাগ করলাম।’ বিজেপিতে যোগদানের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু না বললেও তাঁর বক্তব্য, ‘মানুষের জন্য কাজ করতে হলে একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। তাই কোনও একটা প্ল্যাটফর্মে তো যেতেই হবে।’

সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রূপম পদে থাকলেও দলের কোনও কাজের ছিল না। চলে যাওয়ায় দলের ভালোই হল।’ সূত্রের খবর, রূপমবাবু শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী। শুভেন্দুবাবু বিজেপিতে যোগদানের পরই রূপম সঙ্গীদের নিয়ে ঘাসফুল ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তৃণমূল নেতৃত্বের অনুরোধে তা পারেননি। ফুলবাড়ি এলাকায় তাঁরাই অবশ্য শুভেন্দুর পোস্টার লাগিয়েছিলেন। বিজেপির জলপাইগুড়ির সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, ‘কোনও ভালো মানুষ তৃণমূলে থাকতে পারবে না। দলটি দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। ভালোরা বিজেপিতে আসতে চাইলে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে।’

গাঢ় অন্ধকারে টেট

প্রথম পাতার পর

যাঁদের নাম তালিকায় ছিল বা চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। অন্যদিকে, ২০১৪-র টেট-এ পরীক্ষা দিলেও যাঁদের নাম তালিকায় নেই, তাঁরা নতুন করে চাকরি হবে বলে আশায় দিন গুনতে শুরু করেছেন। জলপাইগুড়ির অরিন্দম রায় ইতিমধ্যে প্রাইমারি স্কুলের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মহামান্য আদালতের রায় সবার ওপরে। তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। তাছাড়া মেধাতালিকার প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই। আমরা যাঁরা ইতিমধ্যে চাকরিতে যোগ দিয়েছি, শুধু তাঁদের জন্য নয়, বরং সমস্ত চাকরিপ্রার্থীদের স্বার্থে আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এবং পর্ষদ পুরো প্রক্রিয়ায় আদালতকে সহায়তা করবে আশা করছি।’ ভিন্ন মত জলপাইগুড়ির প্রবীর সাহার। তিনিও চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথায়, ‘অনেক দিনের বেকারত্বের জ্বালা কাটিয়ে গত শুক্রবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। স্কুলেও গিয়েছি দু’দিন। আজ শুনলাম, হাইকোর্ট নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এখন খুব হতাশা লাগছে। এখনও আশায় আছি, প্যানেল হয়তো বাতিল হবে না।’

গত সোমবার গভীর রাতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। এরপর মেধাতালিকা ও নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগে ৬টি মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবীরা আদালতে দাবি করেন, মেধাতালিকা প্রকাশ না করেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। দুটি ছুটির দিনে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ মোট ৭টি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিয়োগের একেকটি ধাপ শেষ করা হয়েছে। অস্বচ্ছতার নানা উদাহরণ তাঁদের হাতে আছে বলে আইনজীবীরা আদালতে দাবি করেন। গত ২৩ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সাড়ে ১৬ হাজার শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বেশ কিছু পদে মামলা থাকায় সাড়ে ১৬ হাজারের বদলে ১৫,২৮৪ জনকে আপাতত নিয়োগ করতে পর্ষদ তালিকা প্রকাশ করেছিল গত সোমবার। কিন্তু আদালতে টেট পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, কীসের ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে কে কত নম্বর পেয়েছেন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনও তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি। রাতারাতি মেসেজ পাঠিয়ে ও ফোনে নিয়োগ করা হচ্ছে। মেধাতালিকা প্রকাশের নিয়ম মানা হয়নি বলে এই নিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখার জন্য তাঁরা আদালতের কাছে আবেদন করেন।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন স্কুলে ৫০ জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে চিন্তায় ওই শিক্ষকরা। টেট পরীক্ষার্থীদের অন্যতম আলিপুরদুয়ারের সাগর বিশ্বাস বলেন, ‘স্থগিতাদেশ কেউ চায় না। তবুও বলব, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে প্যানেল হোক। অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বাকিরা চাকরি পাক। কিন্তু স্বচ্ছতা মেনে হোক। মেরিট লিস্ট ও প্যানেল, সবকিছুতেই হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চাই।’

সংক্রমণ রুখতে বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : দেশের পাঁচটি রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে বিহারে ফের সতর্কতা জারি হল। রবিবার রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষকর্তারা ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যের ৩৮টি জেলার সিভিল সার্জনদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। করোনা সংক্রামিতদের চিকিৎসা, টেস্ট এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার জেলা শাসক ডাঃ আদিত্য প্রকাশ জেলার প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। করোনা বিধিনিষেধের ওপরে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিপর্যয় দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

কিশনগঞ্জে কোভিড টিকাকরণের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। প্রথম পর্যায়ে টিকা নেওয়ার ২৮ দিন পর স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকা নেওয়া শুরু করেছেন বলে সিভিল সার্জন ডাঃ নন্দন চৌধুরী জানান। তবে, এদিন কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের কোভিড ট্রমা সেন্টারে নমুনা পরীক্ষায় কোনও নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সোমবারে জেলায় নতুন রোগীর সংখ্যা ছিল শূন্য। হোম আইসোলেশনে মাত্র দুজন কোভিড অ্যাক্টিভ রোগী আছেন বলে ডাঃ চৌধুরী জানিয়েছেন। তবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংক্রমণের হার ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় চিকিৎসকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ডাঃ চৌধুরী বলেন, ‘কেরল, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, ছত্তিশগর, মধ্যপ্রদেশে হঠাৎ করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইজন্য কিশনগঞ্জ সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এসেছে।’

মদ উদ্ধার, ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : ফের কিশনগঞ্জের মস্তানচক থেকে মদ উদ্ধার হল। সোমবার সকালে ভুসির বস্তাবোঝাই রানিগঞ্জগামী একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৮১০ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। ওই মদ ৯০টি কার্টনে ভরা ছিল। এই ঘটনায় কিশনদেব ঋষি ও উপেন্দ্র মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জেলার আবগারি সুপার সাত্তার আনসারি জানান। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। এর আগে রবিবার ভোরে মস্তানচকে নাকা চেকিং চালানোর সময় একটি দামি ছোট গাড়ি থেকে ৬৬ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধারের পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিবিএসআর লেখা রেল ইঞ্জিন, তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া

কৌশিক সরকার

দিনহাটা, ২২ ফেব্রুয়ারি : ১২৫ বছরেরও বেশি সময় আগে কোচবিহারে শুরু হয় রেল চলাচল। তখন ন্যারোগেজ লাইনে ছুটত রেলগাড়ি। ছোট্ট তার ইঞ্জিন, গতিও ছিল তুলনায় অনেক কম। সেরকমই একটি রেল ইঞ্জিনের ছবি ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা সিবিএসআর (CBSR)। মনে করা হচ্ছে, কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের নামই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা রয়েছে ওই ইঞ্জিনের গায়ে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেই দাবি করা হচ্ছে, সিবিএসআর লেখা ন্যারোগেজ লাইনের একটি স্টিম ইঞ্জিন এখন রয়েছে গুজরাটের আহমেদাবাদের এলডি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বরে। প্রাচীন সেই রেল ইঞ্জিনটি কোচবিহারের ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে দাবি করে স্থানীয় রেল মিউজিয়ামে তা ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক বৃহস্পতিবার বলেন, ‘বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমারও নজরে এসেছে। এ সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। যদি সেটি প্রকৃতই কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের হয়ে থাকে তবে তা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

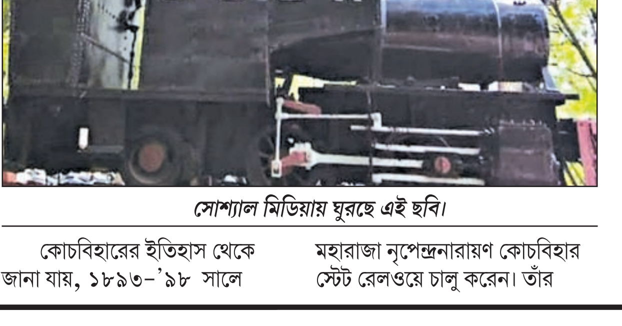

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে এই ছবি।

কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৯৩-’৯৮ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে চালু করেন। তাঁর আমলেই গিতালদহ ঘাট পর্যন্ত তৈরি ন্যারোগেজ লাইনে মাল পরিবহণ শুরু হয় ১৮৯৩-এর ১৫ সেপ্টেম্বর। যাত্রী পরিবহণ শুরু হয় ১৮৯৪ সালের ১ মার্চ থেকে। পরে এই ন্যারোগেজ রেললাইনকে ১৯১০ সালে মিটার গেজে রূপান্তরিত করা হয়। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, ‘কোচবিহারে একসময় রেল চলাচল করত ন্যারোগেজ লাইনে। এতেই বোঝা যায় তার প্রাচীনত্বের বিষয়টি। ন্যারোগেজ লাইনের ইঞ্জিন তা যে স্থানেরই হোক না কেন, সেটি অবশ্যই সভ্যতা, প্রযুক্তি ও রেলের বিবর্তনের ইতিহাসের সাক্ষী। তা অবশ্যই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।’ কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই রেল দপ্তর এবং কোচবিহারের সাংসদকে জানিয়েছি। সত্যিই যদি তা কোচবিহারের হয় তবে সেটিকে কোচবিহারের রেল মিউজিয়ামে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছি।’ কোচবিহার প্রজা হিতসাধনী মঞ্চের সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘ওই রেল ইঞ্জিনের বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ওই রেল ইঞ্জিনটি কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের হলে সেটি কোচবিহারে নিয়ে আসার দাবিও জানিয়েছি।’